60

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করুন

এক কর্মকর্তার সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কাছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড জিম্মি হয়ে পড়েছে— এমন একটি সংবাদ সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ১লা অক্টোবর উক্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে তার একদল অনুসারী বোর্ড সচিবের কক্ষে প্রবেশ করে তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে।

সংবাদপত্রের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বোর্ড অফিসে পদোন্নতির যে আদেশ জারি করা হয়েছে তাতে উক্ত কর্মকর্তার নাম না থাকায় তিনি দলবলসহ বোর্ড সচিবকে আক্রমণ করে পদোন্নতির আদেশ সংশোধন এবং তার নিজের পদোন্নতি দাবি করেন।

সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত উক্ত কর্মকর্তার অতীত ইতিহাসে বেশ কিছু অবৈধ ও নিয়ম বহির্ভূত ঘটনা রয়েছে। তিনি কয়েকবার চাকরিচ্যুত ও অবৈধভাবে পুনর্বহাল হয়েছেন। দুর্নীতি ও অসদাচরণের দায়ে ১৯৮৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তাকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দেয়া হয়। ১লা মার্চ চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আপিল করলে মন্ত্রণালয় বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশ বহাল রাখেন। পরবর্তীকালে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশ বহাল থাকা অবস্থায় বোর্ড চেয়ারম্যান '৯১ সালের ২৭শে অক্টোবর তাকে একই পদে পুনর্নিয়োগ করেন। বোর্ড চেয়ারম্যানের এই পুনর্নিয়োগের কাজটি অবৈধ হওয়ায় জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি '৯৩ সালের ২২শে এপ্রিল পুনর্নিয়োগের আদেশ বাতিল করে দেয়। কিন্তু সংসদীয় কমিটির আদেশ উপেক্ষা করে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বোর্ডের আদেশকে অনুমোদন করেন। অবশ্য ঐ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে অসদাচরণ না করার জন্য ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নেয়া হয়। এরপর ঐ একই কর্মকর্তাকে আবারো দুর্নীতি ও অসদাচরণের জন্য ২৭শে জুলাই ১৯৯৩ সালে পুনরায় বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দেয়া হয়। কিন্তু এই আদেশও পরে প্রত্যাহার করা হয়। গত ১লা অক্টোবর বোর্ড সচিবকে মারধরের ঘটনার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটি ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়ী করে রিপোর্ট দিলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছে না বলে পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়েই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিন তিনবার দুর্নীতি ও অসদাচরণ করার দায়ে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করার পরও যে কর্মকর্তা আবার সদর্পে চাকরিতে ফিরে আসতে পারে, সদাচরণ করার জন্যে মুচলেকা দিয়ে চাকরি ফেরত পেয়েই যে ব্যক্তি আবার দুর্নীতি ও অসদাচরণ করতে পারে এবং বার বার চাকরি যাওয়ার পর পুনর্বহাল হতে পারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া কি সহজ কথা?

এ ধরনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার দুর্নীতি ও অসদাচরণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে শুধু যে এরাই সাহসী হয়ে উঠে তাই নয় অন্যরাও দুর্নীতি ও অসদাচরণে উৎসাহিত হয়। ঠিক তাই ঘটছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে দিনের পর দিন।

এদের সাহসের উৎস কোথায় আমরা জানি না। এদের খুঁটির জোর কোথায় তাও আমরা জানি না। কিন্তু যেহেতু দুর্নীতি ও অসদাচরণের দায়ে বার বার চাকরি হারিয়েও সদর্পে পুনর্বহাল হতে পারছে সে কারণে বলা যায় এদের মুরব্বি আছে অনেক উপরের তলায়। কোন্ ক্ষমতাবলে মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় কমিটির আদেশ লংঘন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চাকরিতে ফেরত নেয় সে বিষয়েও তদন্ত হওয়া দরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুরোধ অবিলম্বে এসব দুর্নীতিবাজ ও অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর খুঁটির জোরের উৎসটিকে খুঁজে বের করে সেটি উৎপাটন করুন। শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করুন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন। লক্ষ্য রাখবেন এবার যেন শাস্তির আদেশ উল্টে না যায়।